Times Today BD

বিনোদন ডেস্ক | বিনোদন | 14 June, 2025

ঈদে জমে উঠে ঢাকাই সিনেমার বাজার।এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।প্রতিবারের মতো কুরবানি ঈদেও মুক্তি পেয়েছে ছয়টি সিনেমা।এগুলো হলো- ‘তাণ্ডব’, ‘ইনসাফ’, ‘টগর’, ‘উৎসব’, ‘নীলচক্র’ ও ‘এশা মার্ডার: কর্মফল’।

ঈদের দিন থেকেই সিনেমাগুলো নিয়ে চলছে আলোচনা।এমনিতে টানা কয়েকবছর ধরেই ঈদের সিনেমা নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে তুঙ্গে। বেশ কিছু সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে।সেই ধারাবাহিকতায় এবারও কয়েকটি সিনেমার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে।এরই মধ্যে সিনেমাগুলোর সিক্যুয়াল বানানোর দাবিও তুলেছেন অনেকে।

ঈদে দর্শক আগ্রহে থাকা আলোচিত দুই সিনেমা রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তাণ্ডব’ ও সঞ্জয় সমদ্দারের ‘ইনসাফ’।এ দুই সিনেমায় নায়িকা হিসাবে অভিনয় করেছেন নাটকের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী সাবিলা নূর ও তাসনিয়া ফারিণ।দুটি সিনেমারই সিক্যুয়াল নির্মিত হবে, এমনটাও জানিয়েছেন নির্মাতাদ্বয়।

এই সিদ্ধান্ত জানার পর থেকেই নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রথম কিস্তির মতো সিক্যুয়ালেও কি থাকছেন এ দুই অভিনেত্রী? যদিও নির্মাতারা এ নিয়ে এখনই কোনো কিছু জানাননি।শুধু সিক্যুয়াল ঘোষণার মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছেন আপাতত।

অভিষেকেই মুগ্ধতা ছড়ালেন সাবিলা

ঈদে শাকিব খানের বিপরীতে ‘তাণ্ডব’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সাবিলা নূরের।সিনেমাটি ১৩২ হলে মুক্তি পেয়েছে।ঈদের দিন থেকেই এটি দর্শক আগ্রহে রয়েছে।বলা যায়, ঈদ সিনেমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এটি।প্রথম সিনেমা দিয়েই অভিনয়ে প্রশংসায় ভাসছেন সাবিলা।যদিও এ সিনেমাটি ছিল এ অভিনেত্রীর জন্য অগ্নিপরীক্ষা।বলা যায়, সে পরীক্ষায় অনেকটাই উত্তীর্ণ হয়েছেন।অভিষেক সিনেমায় হোঁচট খেলে হয়তো রুপালি জগতে তার পথচলা অনেকটা কঠিন হয়ে যেত।সেদিক বিবেচনায় বলা যায় সাবিলার বিপদ কেটেছে। দর্শক প্রশংসার পাশাপাশি এ অভিনেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নির্মাতা রাফী।

তিনি বলেন, সিনেমাতে সাবিলাকে যখন কাস্ট করা হয় তার প্রতি আমার আস্থা ও বিশ্বাস ছিল।এটি এখন দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। নায়িকা হিসেবে সাবিলাও সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন।

সাবিলা নূর বলেন, সিনেমায় আমি প্রথম।বলা যায়, এর মধ্যদিয়ে বড়পর্দার সবকিছুতেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।প্রথমে অনেকটা নার্ভাস ছিলাম।হয়তো ধীরে ধীরে সেটি কেটেছে।সিনেমা মুক্তির পর দর্শক প্রতিক্রিয়ার এখন মনে হচ্ছে আমি সত্যিই লাকি।

এদিকে ‘তাণ্ডব’ সিনেমার সিক্যুয়াল বানানোর ঘোষণা এরইমধ্যে দিয়েছেন নির্মাতা।যা সিনেমার শেষে পর্দায়ও দেখা গেছে।এখন প্রশ্ন হচ্ছে সিক্যুয়ালেও কি সাবিলা থাকছেন? এছাড়াও সিনেমাটিতে ক্যামিও চরিত্রে বিশেষ উপস্থিতি ছিল সিয়াম আহমেদ ও আফরান নিশোর।যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়।প্রশ্ন উঠেছে এ চরিত্রগুলোও কি সিক্যুয়ালে থাকবে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে নির্মাতা বলেন, হলিউড-বলিউডে যেমন নির্দিষ্ট ঘরানার সিনেমা নিয়ে ‘ইউনিভার্স’ তৈরি হয়, ‘তাণ্ডব-২’তে তেমন একটা কিছু হতে চলেছে।যে ইউনিভার্সের কথা আমরা বলছি, সামনে সেটা নিয়ে আরও বিস্তারিত বলব।সময় আসুক, সবাই জানতে পারবেন।

বাণিজ্যিক সিনেমায় অনবদ্য ফারিণ

‘ইনসাফ’র মধ্য দিয়ে প্রথমবার বাণিজ্যিক সিনেমার নায়িকা হলেন তাসনিয়া ফারিণ।তবে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত এটি এ অভিনেত্রীর দ্বিতীয় সিনেমা।এর আগে ‘ফাতিমা’ নামে একটি সিনেমা করেছিলেন, যা গত বছরে মুক্তি পায়।তবে প্রথমবার বাণিজ্যিক সিনেমায় অ্যাকশন মুডে ফারিণ যেন অন্যরুপে হাজির হয়েছেন দর্শকদের সামনে।এমন ফারিণকে দেখে মুগ্ধ দর্শক।ঈদের দিন থেকে সিনেপ্লেক্স মাল্টিপ্লেক্স মিলিয়ে ১৬টি প্রেক্ষাগৃহে চলছে সিনেমাটি। এটি পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় সমদ্দার। এতে ফারিণ জুটি বাঁধের শরিফুল রাজের সঙ্গে। সিনেমাটিতে গুরুত্বপুর্ণ এক নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম।এদিকে প্রথমবার বাণিজ্যিক সিনেমায় অভিনয় করলেও, বেশ তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ফারিণ।

অভিনেত্রীকে এভাবেই মূল্যায়ন করে নির্মাতা সঞ্জয় বলেন, তাসনিয়া ফারিণ নাটক ও ওটিটি কনটেন্টের পরীক্ষিত অভিনেত্রী।তার অভিনয়ের প্রতি আস্থা ছিল।ইনসাফের চরিত্রটির জন্য তিনি দারুণ পরিশ্রম করেছেন।চরিত্রটির গভীরতাও বেশ।এর জন্য ফারিণ সেরা চয়েস ছিল।যারা সিনেমাটি দেখেছেন সবাই ফারিণের প্রশংসা করেছেন।কারণ, এটি গতানুগতিক নায়িকার চরিত্র নয়।

ফারিণ বলেন, আমি নিজেকে সবসময় ভিন্ন জায়গায় নিতে চেয়েছি। এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান সিনেমা। সেই জায়গা থেকে মনে হয়েছে এ সিনেমাটি আমাকে ভিন্ন একটি জায়গা তৈরি করে দিতে সহায়তা করবে।দর্শকদের ভালোবাসায় মনে হয়েছে আমি সঠিক পথেই আছি।

এদিকে সিনেমাটির সিক্যুয়াল নির্মাণের কথা গণমাধ্যমে একাধিকবার বলেছেন করেছেন নির্মাতা সঞ্জয়। এ সিনেমাতেও ক্যামিও চরিত্রে উপস্থিতি ছিল চঞ্চল চৌধুরীর।প্রশ্ন হচ্ছে ফারিণসহ বিশেষ চরিত্রের অতিথী শিল্পীও কি থাকবেন সিক্যুয়ালে? এমন প্রশ্নে নির্মাতা বলেন, “আমাদের আরও বড় পরিকল্পনা আছে ‘ইনসাফ-২’ নিয়ে। এজন্যই এ সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরীর আলাদা লুক ও মোশাররফ করিম-ফারিণদের আলাদাভাবে প্রেজেন্ট করেছি। এদের উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।’ এদিকে সাবিলা-ফারিণদের সিক্যুয়ালে থাকার বিষয়টি নিয়ে নির্মাতারা স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তাদের মন্তব্য থেকে পজিটিভ ধারণা করা যাচ্ছে দুই অভিনেত্রীকে নিয়ে। এছাড়াও এ দুই অভিনেত্রী নাটক-ওটিটি কনটেন্টে কাজ করে নিজেদের প্রস্তুত করেই বড়পর্দায় আসছেন।তাই স্বাভাবিক ভাবেই বড়পর্দার দর্শকদের কাছেও গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছেন প্রথম সিনেমা দিয়েই।তাই এবারের ঈদ দুই অভিনেত্রীর কাছে শুধুই উৎসব নয়, স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাবার প্রথম সিঁড়িও বলা যেতে পারে।তবে সিক্যুয়ালের বিষয়ে অভিনেত্রীরা কোনো মন্তব্য করেননি।

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 27 June, 2025 03:24

URL: https://www.timestodaybd.com/public/entertainment/3407775807